শিওলি হাতি

বনাম

সোমনাথ দাস

(২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ৫৩৮৮-৫৩৮৯)

১১ই জুলাই, ২০১৯

[অশোক ভূষণ এবং নবীন সিনহা, বিচারপতিদ্বয়]

অভিভাবক ও ওয়ার্ড আইন, ১৮৯০ঃ

ধারা ৭ এবং ১২ – আবেদন – পিতার (প্রতিবাদী) দ্বারা – অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যা সন্তানের হেফাজতের জন্য আবেদন – অভিযোগ যে, মাতা (আপীলকারী) আদালতের দ্বারা প্রদত্ত পিতার সাক্ষাৎ অধিকারে বাধা প্রদান করছিলেন, যা পক্ষদ্বয়ের বিবাহ বিচ্ছেদের পর প্রদান করা হয়েছিল – পরবর্তীতে পিতা হেফাজতের দাবি ত্যাগ করে আবেদন করেন যেন শিশু কন্যাকে ভারতে কোনো খ্যাতনামা আবাসিক বিদ্যালয়ে তার খরচে ভর্তি করানো হয় – পারিবারিক আদালত নির্দেশ দেয় যে সন্তানের হেফাজত মাতার নিকট থাকবে এবং পিতা সাক্ষাৎাধিকারে অধিকারী থাকবেন এবং সন্তান ১২ বছর বয়স পূর্ণ করার পর, অর্থাৎ ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে তাকে আবাসিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হবে – পক্ষদ্বয়ের দ্বারা ক্রস-আপীল করা হয় – হাই কোর্ট ২৬.৪.২০১৮ তারিখে একটি অন্তর্বর্তী আদেশে নির্দেশ দেয় যে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে শিশুকে উটি-র একটি খ্যাতনামা আবাসিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হোক – হাই কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী শিশুটিকে উটির আবাসিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয় – আপীল সুপ্রিম কোর্টে – রায়ে বলা হয়: কোনো শিশুর হেফাজত বা শিশুকে ঘিরে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে শিশুর কল্যাণই সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিষয় – আদালতসমূহকে অভিভাবকত্বমূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করে শিশুর সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে – নথিপত্র থেকে এটি প্রতীয়মান যে পিতার সদা-আগ্রহ ছিল যে, শিশুটি নিরপেক্ষ পরিবেশে সর্বোত্তম শিক্ষা লাভ করুক – আদালতের কর্তব্য হলো শিশুকে নেতিবাচক প্রভাব থেকে দূরে রাখা – কোনটা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে তা নির্ভর করে প্রতিটি মামলার নিজস্ব বাস্তব পরিস্থিতির উপর – এটি যুক্তিসংগত হবে যে হাই কোর্ট আপীলগুলি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করুক, পরবর্তী প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী বিবেচনায় নিয়ে।

আপিল নিষ্পত্তি করে আদালত

স্থির করে : ১. যখন শিশুকে এমন পরিবেশে থাকতে হয়, যেখানে তার পিতামাতার মধ্যে বিবাহিত অশান্তি রয়েছে,

যা সকলেরই, পিতামাতা এবং শিশুদের শান্তিমনস্কতায় প্রভাব ফেলছে, তখন শিশুটি শারীরিক এবং মানসিক অস্বস্তি ভোগ করে। পিতামাতার মধ্যে অশান্তির খারাপ পরিণতি শিশুর স্বাভাবিক লালনপালনে প্রভাব ফেলে এবং এটি শিশুর ব্যক্তিত্ব এবং লালনপালনের জন্য একটি নেতিবাচক ফ্যাক্টর।

ভিভেক সিং . রোমানি সিং (২০১৭) ৩ এসসিসি ২৩১ – এর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

২. একটি শিশুর হেফাজত বা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, শিশুর কল্যাণ সর্বাগ্রে বিবেচনার বিষয়। প্রতিটি শিশুর যথাযথ স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকার রয়েছে এবং সন্তানের যথাযথ শিক্ষা নিশ্চিত করা পিতামাতার কর্তব্য। পিতামাতার দেশপ্রেমীর এখতিয়ার প্রয়োগ করে আদালতকে এই ধরনের সূক্ষ্ম প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এটি হল শিশুর কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া, আবার বিষয়টির অন্যান্য দিকগুলি পিতামাতার অধিকারকেও প্রভাবিত করে। সন্তানের স্বার্থ কী তা প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এবং কোনও নির্দিষ্ট সূত্র বা নিয়ম মেনে না গিয়ে তার যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। [অনুচ্ছেদ ১৮,১৯ এবং ২২] [২২৫-ই; ২২৫-এফ-জি; ২৩০-এফ]

গৌরব নাগপাল বনাম সুমেধা নাগপাল (২০০৯) ১ এস. সি. সি ৪২: [২০০৮] ১৬ এস. সি. আর ৩৯৬; থ্রিটি হোশি ডোলিকুকা বনাম হোশিয়াম শাভাক্ষা ডোলিকুকা (১৯৮২) ২ এস. সি. সি ৫৪৪: [১৯৮৩] ১ এস. সি. আর ৪৯; নূতন গৌতম বনাম প্রকাশ গৌতম (২০১৯) ৪ এস. সি. সি ৭৩৪-এর উপর নির্ভরশীল।

৩. বর্তমান মামলায়, ঊটির বোর্ডিং স্কুলে শিশুটির সমস্ত খরচ, যা প্রতি বছর ১ লক্ষ টাকারও বেশি, উত্তরদাতা-পিতা বহন করেন। স্কুলের উপরোক্ত খরচ ছাড়াও, জামশেদপুর থেকে ঊটিতে শিশুটির সঙ্গে দেখা করার সময় আবেদনকারী-মায়ের ফ্লাইট চার্জ এবং থাকার খরচও উত্তরদাতা বহন করার প্রস্তাব দেন। নথি থেকে, আদালত সন্তুষ্ট যে উত্তরদাতার উদ্দেশ্য সবসময়ই ছিল যে শিশুটিকে নিরপেক্ষ পরিবেশে সর্বোত্তম শিক্ষা দেওয়া উচিত, যা তার ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করতে পারে। আবেদনকারীর শুরু থেকেই শিশুটিকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানোর জন্য উত্তরদাতার আবেদনের বিরোধিতা করার অধিকার রয়েছে এবং উটির স্কুলে ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। যে পরিস্থিতিতে শিশুটি সেখানে রয়েছে, আদালতকে

এমনকি পারিবারিক আদালতও শিশুটিকে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল, তবে একাডেমিক সেশন ২০১৯-২০২০ থেকে। হাই কোর্ট প্রাথমিকভাবে নির্দেশ দিয়েছিল যে শিশুটিকে স্যাক্রেড হার্ট কনভেন্ট স্কুল, জামশেদপুরে ভর্তি করা হবে এবং ঐ স্কুল থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার পর, হাই কোর্ট ২০১৮-২০১৯ একাডেমিক সেশনের জন্য শিশুটিকে গুড শেপার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, উটি-তে ভর্তি করার নির্দেশ দেয়, যা এই আপিলগুলির মধ্যে বিরোধিতা করা হচ্ছে। [অনুচ্ছেদ ১৩, ১৪] [২২৩-ই-এইচ; ২২৪-এ-বি]

৪। ২৬.০৪.২০১৮ তারিখে হাই কোর্টের দ্বারা প্রদত্ত আদেশ, যা বর্তমানে আপিলগুলিতে বিরোধিতা করা হয়েছে, কার্যকর করা হয়েছে এবং উক্ত আপিল দুটি এখনও হাই কোর্ট ে বিচারাধীন রয়েছে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে, তাই এটি উপযুক্ত হবে যে হাই কোর্ট পক্ষগুলিকে শোনার পর চূড়ান্তভাবে আপিলগুলি সিদ্ধান্ত নেবে। এই পর্যায়ে এই আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। [অনুচ্ছেদ ১৫] [২২৪-সি]

৫। হাই কোর্ট , যখন আপিলগুলির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে, তখন উক্ত পার্টিগুলির দ্বারা উত্থাপিত পরবর্তী উপাদানগুলোও বিবেচনায় নেবে, যার মধ্যে গুড শেপার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, উটির থেকে শিশুটির অগ্রগতি নথি অন্তর্ভুক্ত। এটি হাই কোর্টের জন্য উন্মুক্ত, যে তারা চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং যদি প্রয়োজন হয়, তখন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নথি ও সংগ্রহ করতে পারে। হাই কোর্ট আপিলের শুনানির সময় ইতিমধ্যে অনেকবার শিশুটির সঙ্গে আলোচনা করেছে এবং এটি হাই কোর্টের সিদ্ধান্তের বিষয় যে শিশুটির সঙ্গে আরও আলোচনা করা হবে কিনা।

মামলা প্রসঙ্গ

(২০১৭) ৩ এসসিসি ২৩১	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০০৮] ১৬ এসসিআর ৩৯৬	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৮
[১৯৮৩] ১ এসসিআর ৪৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৯
(২০১৯) ৪ এসসিসি ৭৩৪	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২১

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ার : ২০১৯ এর দেওয়ানি আপিল নম্বর ৫৩৮৮-৫৩৮৯

২০১৬ সালের এফ. এ নং ৬৮ সহ ২০১৬ সালের এফ. এ নং ৫৯-এ রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের ২৬.০৪.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে

আপিলকারীর পক্ষে প্রশান্ত ভূষণ, সুদীপ দে, নবদীপ জৈন, নিকলেশ রামচন্দ্রন, আইনজীবীরা।

অশোক পাণিগ্রাহি, আনমোল তায়াল, এস. বিনয় রত্নাকর, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবী,

আদালতের রায় দিয়েছেন

অশোক ভূষণ, বিচারপতি ১। অনুমতি মঞ্জুর করেন

২। রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত '২৬.০৪.২০১৮' তারিখের রায়ে ক্ষুব্ধ আবেদনকারী এই আপিলগুলিতে এসেছেন। 'হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়' আবেদনকারীর দ্বারা দায়ের করা ২০১৬ সালের প্রথম আপিল 'নং ৫৯'-এ পাস করা হয়েছিল এবং 'নং ৬৮' ২০১৬ সালের প্রথম আপিল উভয়ই অভিভাবক ও ওয়ার্ড আইন, ১৮৯০-এর ৭ এবং ১২ ধারার অধীনে উত্তরদাতার দ্বারা দায়ের করা ২০১২ সালের অভিভাবকত্ব মামলা নং ১-এ জামশেদপুরের প্রধান বিচারক, পারিবারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত '৩১.০৩.২০১৬' তারিখের আদেশকে বিরোধিতা করে দায়ের করা হয়েছিল।

৩. এই আপিলগুলির জন্মদানকারী সংক্ষিপ্ত তথ্য এবং পরিস্থিতিগুলি হলঃ

৩.১ আবেদনকারী এবং উত্তরদাতা ২০০৩ সালে বিবাহিত ছিলেন। ২০০৬ সাল থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে বৈবাহিক বিরোধ চলছে। আবেদনকারী এবং উত্তরদাতার মধ্যে অদিতি নামে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। আবেদনকারী স্বামীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে, উত্তরদাতার নিয়োগকর্তার পাশাপাশি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ৯-এর অধীনে বৈবাহিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য একটি পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল যেখানে উত্তরদাতা বসবাস করতেন বেঙ্গালুরুতে, ২০০৮ সালে, আবেদনকারী ২০০৮ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধি র ধারা ৪৯৮ক-এর অধীনে উত্তরদাতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিলেন । ২০০৮ সালে, উত্তরদাতা বেঙ্গালুরুর পারিবারিক আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রি চেয়ে আবেদন করেছিলেন যা ২০০৮ সালের বৈবাহিক মামলা নং ৩৩৫৮ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল।

৩.২ প্রতিবেদক ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে রাঁচী এ আগাম জামিন - এর আবেদন করেছিলেন, যা কাদমা পুলিশ স্টেশন মামলা নং ২০৪/২০০৮ সংক্রান্ত, যেখানে পক্ষগুলিকে মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে তাদের সমস্যা সমাধান করার জন্য পাঠানো হয়। ১১.০৯.২০০৯ তারিখে বেঙ্গালুরুতে পারিবারিক আদালতের প্রধান বিচারক এক্স পার্টি ডিভোর্সের আদেশ দেন। আগাম জামিন আবেদন (মামলা নং ৫১৮/২০০৯) চলমান অবস্থায়, পক্ষগুলির মধ্যে ঝাড়খণ্ড লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির মাধ্যমে সমস্ত বিরোধ সমাধান হয়। ১৯.১২.২০০৯ তারিখে এক সমঝোতা চুক্তি সম্পন্ন হয়, যা হাইকোর্টে যোগাযোগ করা হয়। চুক্তির শর্তানুসারে, প্রতিবেদক আপিলকারীকেকে স্থায়ী খোরপোষ হিসেবে ৫,০০,০০০/- টাকা প্রদান করতে সম্মত হন। এছাড়াও, প্রতিবেদক আদিতি'র জন্য ৫,০০,০০০/- টাকা তার চিরকালীন ভরণপোষণের জন্য জমা দিতে সম্মত হন। আপিলকারী এক তরফা বিবাহবিচ্ছেদ আদেশ বিরোধিতা না করার জন্য সম্মত হন। আপিলকারী প্রতিজ্ঞা করেন যে, প্রতিবেদক প্রতি দু'মাসে একবার তাদের সন্তানকে দেখা করার অনুমতি পাবেন, শুরু ২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে। হাইকোর্ট এ সমঝোতার শর্তানুসারে বিষয়টি নিষ্পত্তি করেন।

৩.৩ আপিলকারীর দ্বারা তার পরিদর্শনের অধিকারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করে বিবাদী, ১৮৯০ সালের অভিভাবক ও ওয়ার্ডস আইনের ধারা ৭ এবং ১২ এর অধীনে বেঙ্গালুরুতে শিশু অদিতির হেফাজতের জন্য একটি আবেদন দায়ের করেন। উক্ত গার্ডিয়ান অ্যান্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্টের বিচারিক কার্যক্রম ২৭.০৩.২০১২ তারিখে এই আদালতের আদেশে জামশেদপুর পারিবারিক আদালতে স্থানান্তরিত হয়। আপিলকারী গার্ডিয়ানশিপ মামলা নং ১১/২০১২ এ লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন। প্রতিবেদক জামশেদপুর পারিবারিক আদালতে তার আবেদন পরিবর্তন করার জন্য একটি সংশোধন আবেদন দাখিল করেন, যাতে তার আবেদনতে একটি বিকল্প প্রার্থনা যুক্ত করা হয়, অর্থাৎ, সন্তানের নাম একটি প্রখ্যাত আবাসিক/বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করার জন্য, যা প্রতিবেদক তার খরচে করবেন। এই সংশোধন আবেদন ১৬.০৫.২০১৩ তারিখে গ্রহণ করা হয়। পারিবারিক আদালতের প্রধান বিচারক ৩১.০৩.২০১৬ তারিখে গার্ডিয়ানশিপ মামলা নং ১১/২০১২ নিষ্পত্তি করেন। এটি লক্ষ্য করা উচিত যে গার্ডিয়ানশিপ কার্যক্রমে প্রতিবেদক সন্তানের অভিভাবকত্বের দাবি ছেড়ে দিয়ে তার মামলা সীমিত করেছেন বিকল্প প্রার্থনায়, অর্থাৎ, সন্তানের বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করার জন্য নির্দেশনা দেওয়ার প্রার্থনায়। পারিবারিক আদালত, জামশেদপুর ৩১.০৩.২০১৬ তারিখের রায়ের অনুচ্ছেদ ৪১ এ নির্দেশ দিয়েছেন:

৪১. সুতরাং, উপরের আলোচনা বিবেচনায়, আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আবেদনকারী ও প্রতিপক্ষের কন্যা আদিতি বিশাখা দাস তার মায়ের দেখাশোনায়, হেফাজত এবং অভিভাবকত্বে থাকবে যতক্ষণ না সে ১১ বছর বয়স অর্জন করে এবং সে তার মা'র সঙ্গে জামশেদপুরে তার শিক্ষা চালিয়ে যাবে। তবে, আবেদনকারী পূর্বে চলমানভাবে তার দর্শনাধিকার পাবেন, অর্থাৎ মামলার মীমাংসার সময়কালে। তবে, আবেদনকারী প্রতি স্কুল ছুটির অর্ধেক সময়ের জন্য শিশুটির হেফাজত পাবেন, যেখানে আদিতি পড়াশোনা করছে বা পড়াশোনা করবে এবং ছুটির প্রথম অর্ধেক সময় আদিতি তার বাবার হেফাজতে থাকবে, অর্থাৎ আবেদনকারীর কাছে, এবং ছুটির দ্বিতীয় অর্ধেক সময় সে তার মায়ের হেফাজতে থাকবে। উপরে উল্লিখিত ছুটির সময় হল গ্রীষ্মকালীন এবং শীতকালীন ছুটি। আরও, আদিতি যখন ১২ বছর বয়স অর্জন করবে, অর্থাৎ ২০১৯-২০২০ শিক্ষা সেশনের জন্য, তাকে একটি নামকরা বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করা হবে যেখানে সে যোগ্য এবং ভর্তি হতে সক্ষম হবে। ওই বোর্ডিং স্কুলের সম্পূর্ণ খরচ আবেদনকারী বহন করবেন এবং একবার আদিতি বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হলে, প্রতিপক্ষ তার কন্যাকে স্কুল ক্যালেন্ডার অনুসারে দেখা করার অধিকার পাবেন, তবে এর জন্য খরচ আবেদনকারী বহন করবেন এবং আবেদনকারী পূর্বে ওই খরচটি প্রদান করবেন, যার মধ্যে ভ্রমণ বিমানের টিকিট এবং অন্যান্য খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বিষয়টি ভি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয়েছে। ছুটির সময়ের মধ্যে হেফাজত পূর্বের মতো চলতে থাকবে।"

৩.৪ পারিবারিক আদালত নির্দেশ দিয়েছেন যে, আদিতি তার মায়ের হেফাজতে এবং অভিভাবকত্বে থাকবে যতক্ষণ না সে ১১ বছর বয়সী হয় এবং জামশেদপুরে তার শিক্ষা চালিয়ে যাবে। প্রতিপক্ষকে দর্শনাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং তাকে স্কুলের প্রতিটি ছুটির অর্ধেক সময়ের জন্য শিশুটির হেফাজত দেওয়া হয়েছে। ছুটির প্রথম অর্ধেক সময়ে শিশুটি তার বাবার হেফাজতে থাকবে এবং দ্বিতীয় অর্ধেক সময়ে তার মায়ের হেফাজতে থাকবে। পারিবারিক আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে যে, ২০১৯-২০২০ শিক্ষা সেশনের জন্য, আদিতিকে একটি নামকরা বোর্ডিং স্কুলে পাঠানো হবে যেখানে সে যোগ্য এবং ভর্তি হতে সক্ষম হবে।

৩.৫ পারিবারিক আদালতের রায়ে অসন্তুষ্ট হয়ে উভয় পক্ষই হাইকোর্টে আপিল করেছে। আবেদনকারী প্রথম আপিল নং ৫৯/২০১৬ এবং প্রতিপক্ষ প্রথম আপিল নং ৬৮/২০১৬ দায়ের করেছেন। হাইকোর্ট একাধিকবার শিশুটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে।

উক্ত আপিলের মধ্যে হাইকোর্ট ১৭.১১.২০১৬ তারিখে একটি আদেশ জারি করে পক্ষগুলিকে প্রস্তাব দেয় যে, শিশুটিকে জামশেদপুরের সেক্রেড হার্ট কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করা হোক, যা জামশেদপুরে মেয়েদের জন্য একটি খুব ভালো স্কুল। ২৮.১১.২০১৬ তারিখে, হাইকোর্ট আদেশ দেয় যে আদিতিকে সেক্রেড হার্ট কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করা হোক। হাইকোর্ট প্রতিপক্ষের দর্শন সময় বাড়িয়ে দেয় এবং তাকে অনুমতি দেয় যে, শিশুটিকে কলকাতার লা মার্টিনিয়ার গার্লস স্কুলে ভর্তি করার জন্য নিবন্ধন করতে হবে। ২৮.১১.২০১৬ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে, আবেদনকারী সিএলপি (সিএ) নং ৭৯১৫-৩৭৯১৬/২০১৬ দায়ের করেন যা ২৩.১২.২০১৬ তারিখে এই আদালত বাতিল করে। পরবর্তী আদেশে, ২৬.০৪.২০১৮ তারিখে, যা বর্তমান আপিলের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় যে শিশুটিকে গুড শেফার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, উটি, ক্লাস চতুর্থ এ ভর্তি করা হোক, যা একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান এবং আইসিএসই-এর অধীনে ২০১৮-২০১৯ সেশনের জন্য, যা ২১.০৭.২০১৮ তারিখে শুরু হয়। এই আপিলগুলি ১০.০৭.২০১৮ তারিখে এই আদালতে আনা হয়। ১০.০৭.২০১৮ তারিখে তার আদেশে এই আদালত নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছে:

"গতকাল এবং আজ পক্ষগুলির আইনজীবীদের শুনানি শেষে, আমরা মনে করি যে, হাইকোর্টের আপিলিত আদেশে প্রদত্ত নির্দেশগুলো স্থগিত করার প্রয়োজন নেই, যেখানে হাইকোর্ট আদেশ দিয়েছে যে শিশুটি আদিতি বিশাখা দাস গুড শেফার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, উটি ক্লাস পঞ্চমে ভর্তি হবে, যেখানে প্রতিপক্ষ ইতিমধ্যেই তার জন্য ভর্তি নিশ্চিত করেছে। হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী, এটি ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য করা হয়েছে। আমরা এছাড়াও মনে করি যে, হাইকোর্ট এই আদেশটি দেওয়ার আগে সমস্ত বিকল্প এবং বিষয়টির সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি বিবেচনা করে যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এটি সবচেয়ে উপযুক্ত সমাধান হিসেবে তাদের মতামত প্রদান করেছে।

আমরা অনুভব করি যে, এমন একটি আদেশ যেখানে একেবারে উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেখানে শিশুটির ওই স্কুলে ভর্তি হওয়া উচিত, যাতে সে দেখতে পারে কিভাবে সে নতুন পরিবেশে এবং বোর্ডিং স্কুলে পড়াশোনা করে এবং তার অগ্রগতি কতটা হতে পারে।"

৩.৬ হাইকোর্টের ২৬.০৪.২০১৮ তারিখের আদেশের বাস্তবায়নে, অবশেষে আদিতিকে গুড শেফার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, উটি-তে ভর্তি করা হয়, যদিও আবেদনকারী অনিচ্ছাসত্ত্বেও। প্রতিপক্ষের দর্শনাধিকার সম্পর্কিত আদেশগুলো এই আদালত ১২.১২.২০১৮ তারিখে শীতকালীন ছুটির জন্য পাস করেছিল। শীতকালীন ছুটির দ্বিতীয় অর্ধেক সময় পিতা সঙ্গে কাটানোর পর, শিশুটি ১৩.০১.২০১৯ তারিখে তার মায়ের জন্মদিনে যোগ দিতে জামশেদপুর যায়। জন্মদিনের পর তাকে রাঁচি থেকে বেঙ্গালুরু যাওয়ার জন্য একটি ফ্লাইট ধরতে হবে। পিতা একজন আইনজীবীসহ শিশুটিকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। ১৪.০১.২০১৯ তারিখে বিমানবন্দরে শিশুটি সিআইএসএফ কর্মীদের কাছে অভিযোগ করে যে, সে তার পিতার সঙ্গে বেঙ্গালুরু যেতে চায় না। সিআইএসএফ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনকে অবহিত করেন এবং মহিলা পুলিশ কর্মীরা শিশুটির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। যদিও আবেদনকারী এবং তার পিতা টেলিফোনে অবহিত হন, তবে তারা শিশুটিকে নিতে আসেননি এবং শিশুটিকে শেষ পর্যন্ত একটি আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠানো হয়। শিশু কল্যাণ কমিটি, রাঁচি (ঝাড়খণ্ড)ও শিশুটির সঙ্গে যোগাযোগ করে। এই আদালত ২১.০১.২০১৯ তারিখে নিম্নলিখিত আদেশ দেন:

"শিশুটি একটি ভালো স্কুলের ছাত্র এবং তার সেশন শেষ হতে চলেছে, তাই আমরা মনে করি যে প্রথম কাজ হবে শিশু কল্যাণ কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া, যেন শিশুটিকে স্কুলে পাঠানো হয়। প্রতিপক্ষ/পিতা সমস্ত ভ্রমণ খরচ বহন করবেন, যাতে শিশুটির সাথে একজন মহিলা সঙ্গীও পাঠানো হয়, যাকে শিশু কল্যাণ কমিটি নির্ধারণ করবে, এবং শিশুটিকে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে হস্তান্তর করবে। এই আদেশটি শিশু কল্যাণ কমিটি এই আদেশটি প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে পালন করবে। পক্ষগুলির মধ্যে অন্যান্য বিষয় পরবর্তীতে দেখবে। আমরা আরও নির্দেশ দিচ্ছি যে শিশু কল্যাণ কমিটি তার নথি একটি সীলমোহরিত খামে আদালতে জমা দেবে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকও একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন একটি সীলমোহরিত খামে আদালতে জমা দেবেন। প্রতিবেদন দুটি দুই সপ্তাহের মধ্যে জমা দিতে হবে। স্কুলটি এই শিক্ষাবর্ষের শেষে বিস্তারিত প্রতিবেদনও পাঠাতে পারে।

সুতরাং, আই এ . নিষ্পত্তি করা হলো।

চার সপ্তাহ পরে বিষয়গুলি তালিকাভুক্ত করুন।"

৩.৭ উপরের ২১.০১.২০১৯ তারিখের আদেশের পর, শিশুটিকে স্কুলে হস্তান্তর করা হয় তার সেশন সম্পন্ন করার জন্য। আরও, ২১.০২.২০১৯ তারিখে শিশু কল্যাণ কমিটি, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড থেকে এবং ২৯.০১.২০১৯ ও ০২.০২.২০১৯ তারিখে গুড শেফার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, উটি থেকে প্রতিবেদন প্রাপ্ত হয়। ০৩.০৫.২০১৯ তারিখের আদেশে মায়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ২২.০৫.২০১৯ থেকে পুরো ছুটির সময় শিশুটির হেফাজত করার অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর, ০১.০৭.২০১৯ তারিখে বিষয়টি শোনা হয়।

৪. আবেদনকারীর আইনজীবী দাখিল করেন যে, শিশুটি গুড শেফার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, উটি-তে ভাল করছে না এবং তাকে চিকিৎসাগত সমস্যাও হতে হয়েছে। আবেদনকারী জানান যে, স্কুলটি শিশুটির জন্য যথাযথ চিকিৎসা সেবা প্রদান করেনি। আইনজীবী আরও বলেন যে, আবেদনকারী সবসময়ই দাবি করেছেন যে শিশুটিকে জামশেদপুরে যেখানে তার মা বসবাস করছেন, সেখানে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া উচিত। আবেদনকারী একটি আই এ নং ৭৪৪৩৩/২০১৯ দায়ের করেছেন যেখানে দ্বিতীয় প্রার্থনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদিতিকে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের জন্য জামশেদপুরে কোনও নামকরা স্কুলে ভর্তি করা হোক অথবা বিকল্পভাবে আদিতিকে জামশেদপুরের কাছাকাছি কোনও বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করা হোক। আবেদনপত্রে আবেদনকারী লা মার্টিনিয়ার গার্লস স্কুল, কলকাতা এবং লোরেটো কনভেন্ট, এনটালি, কলকাতার নাম উল্লেখ করেছেন।

৫. আবেদনকারীর আইনজীবী ২০.০৫.২০১৯ তারিখে ডা. দেবী প্রসাদ রাও, শিশু বিশেষজ্ঞ, হাসপাতাল রোড, উটি থেকে একটি মেডিকেল প্রেসক্রিপশন এবং ০৭.০৬.২০১৯ তারিখে আদিতির জিলা মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি, জামশেদপুর, পূর্ব সিংভূম, ঝাড়খণ্ড থেকে একটি প্রেসক্রিপশন উল্লেখ করেছেন।

৬. প্রতিপক্ষের আইনজীবী আবেদনকারীর বক্তব্য অস্বীকার করে বলেন যে, শিশু আদিতি গুড শেফার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, উটি-তে খুব ভালো করছে। প্রতিপক্ষের দাখিল করা উত্তরপত্রে প্রতিপক্ষ বিভিন্ন প্রগতি প্রতিবেদন এবং গুড শেফার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল থেকে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য আদিতির সার্টিফিকেট উল্লেখ করেছেন। আইনজীবী আরও বলেন যে, শিশুটি সমস্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে এবং তার শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ হয়েছে, তার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ নেই। সে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে এবং পুরস্কার এবং সার্টিফিকেট পেয়েছে। তার ওজন এবং উচ্চতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরপত্রে আইনজীবী শিশুটির কো-কারিকুলার নথি কার্ডও উল্লেখ করেছেন।

তার প্রগতি নথি ে তাকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন যে, আবেদনকারী সবসময় শিশুটির স্বাভাবিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রথম থেকেই শিশুটিকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিষাক্ত মন্তব্য করতে শিখিয়েছেন। শিশুটিকে পিতার থেকে আলাদা করার জন্য আবেদনকারী তাকে বিশেষভাবে পরিচালনা করেছেন। শিশুটি একটি নিরপেক্ষ পরিবেশে ছিল এবং স্কুলে সকল ক্ষেত্রে ভাল করেছে, যা আবেদনকারী প্রশংসা করার পরিবর্তে, তিনি এখনও চান যে শিশুটিকে স্কুল থেকে তুলে নেওয়া হোক এবং এজন্য আবেদনকারী বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন।

৭. আমরা পক্ষগুলির আইনজীবীদের শুনানি করেছি এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করেছি।

৮. পক্ষগুলির বক্তব্যে প্রবেশ করার আগে, এটি উপকারী হবে ২৬.০৪.২০১৮ তারিখে হাইকোর্টের দ্বারা দেওয়া আদেশটি উল্লেখ করা, যা বর্তমান আপিলে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। উপরোক্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, শিশুটি প্রথমে যে প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছিল, সেখানে আবেদনকারী একজন শিক্ষক, অর্থাৎ, মোতিলাল নেহরু পাবলিক স্কুল, জামশেদপুর। এখন, হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে, শিশুটিকে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে সেক্রেড হার্ট কনভেন্ট স্কুল, জামশেদপুরে ভর্তি করা হয়। হাইকোর্ট সেক্রেড হার্ট কনভেন্ট স্কুল, জামশেদপুরের প্রতিবেদন লক্ষ্য করেছে, যা স্কুল থেকে ২১.০৩.২০১৮ তারিখে প্রাপ্ত হয়। হাইকোর্ট এই প্রতিবেদনটি তার রায়ের অনুচ্ছেদ নং ১৬-এ উদ্ধৃত করেছে, যা নিম্নলিখিতভাবে রয়েছে:

বিষয়: আদিতি বিশাখা দাসের স্কুল কর্মক্ষমতা প্রতিবেদন।

স্যার,

মামলা নং- কন্ট.(ক্রে.)-০৮/২০১৭ তারিখ ৪৬০০/ ১৭.০৩.২০১৮- এর প্রেক্ষিতে, আদিতি বিশাখা দাস, যিনি বর্তমানে ষষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত, তার ভর্তি নং ১৬৫১০, তিনি তাঁর সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছেন যাতে তিনি গড় স্তরের কাছে পৌঁছাতে পারেন।

২০১৭ সালে যখন আদিতি সেক্রেড হার্ট কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, তখন তিনি তার পাঠ্যক্রমে গড়ের নিচে ছিলেন। যখনই তার মাকে ক্লাস শিক্ষিকা বা প্রাথমিক স্কুলের কো-অর্ডিনেটর দ্বারা ডাকা হয়েছিল, তখন তার স্বাস্থ্যের কারণে মায়ের পক্ষে তাদের সাথে দেখা করা সম্ভব হতো না। এটা মনে হয় যে বাড়ির পরিবেশ শিশুটির পড়াশোনার জন্য সহায়ক নয়।

"শিশুটি স্কুলে মাত্র ছয় ঘণ্টা থাকে এবং বাকি সময়টি শিশুটি বাড়িতেই থাকে। আদিতি একটি বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মেয়ে। পিতামাতার সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি পিতামাতার উপর নির্ভর করে শিশুটিকে সাহায্য করা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করা। শিশুটির পারফরম্যান্সের জন্য এবং তার পড়াশোনায় ভালো করতে পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি পিতামাতার উপর নির্ভর করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া। আবাসিক স্কুল তাকে তার ভবিষ্যত শিক্ষায় সফল হতে সাহায্য করতে পারে।

সিস্টার মৃদুলা এ সি।

প্রধান শিক্ষিকা,

সেক্রেড হার্ট কনভেন্ট স্কুল, জামশেদপুর।

৯। আরেকটি বিষয় যা হাইকোর্ট বিবেচনা করেছে তা হল জামশেদপুরের পূর্ব সিংহভূমের জেলা প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদন যা আদালত চেয়েছিল। ১০.০৪.২০১৮ তারিখের চিঠির মাধ্যমে জামশেদপুরের জেলা আধিকারিক শিশুটির সুস্থতা সম্পর্কে সেই প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। ৫ নং অনুচ্ছেদে "ইডুকেশনাল অবস্থা" সম্পর্কে নিম্নলিখিত মতামত দেওয়া হয়েছেঃ

৫. শিক্ষাগত অবস্থাঃ-অদিতি এখন জামশেদপুরের সেক্রেড হার্ট স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ছে। তার স্কুল অগ্রগতি নথি কার্ড মেনে নিয়ে সে একজন গড়পড়তা ছাত্রী কিন্তু আদিতির সাথে কথা বলে এই তদন্তকারী প্রতিষ্ঠিত করে যে সে একজন বুদ্ধিমান মেয়ে। উন্নত শিক্ষাগত পরিবেশে এবং কোনও ধরণের চাপ বা উত্তেজনা ছাড়াই সে তার ভবিষ্যতের জন্য আরও ভাল করবে।

১০। হাইকোর্ট ২১ অনুচ্ছেদে শেষ পর্যন্ত বলেছেঃ

" ২১. এইভাবে সামগ্রিক তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, আমরা বাবার অনুরোধ মেনে নিতে আগ্রহী যে শিশুটিকে আই. সি. এস. ই-এর অধিভুক্ত পঞ্চম শ্রেণীর উটির গুড শেফার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ভর্তির অনুমতি দেওয়া হোক। অধিবেশনটি থেকে শুরু হয়। এইভাবে, মেয়েটি অধিবেশনের কোনও মূল্যবান সময় হারাবে না কারণ এটি এখনও শুরু হয়নি। বাবা যেমন জানিয়েছিলেন, যোগ্যতা পরীক্ষা এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাত্কার এর আগে অনুষ্ঠিত হবে।

গুড শেফার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, উটির ব্রোশার শো ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পরামর্শদাতা এবং সহায়তাকারীদের একটি দল দ্বারা প্রদত্ত সর্বোত্তম শিক্ষাদান ও শেখার অনুশীলন, পরিষেবা এবং সুযোগের সুবিধা রয়েছে। এখানে একটি জ্ঞান ভিলেজ রয়েছে, মেয়েদের জন্য একটি সম্মানিত ফিনিশিং স্কুল সহ, ৯-হোল গলফ কোর্স, হাসপাতাল, ব্যাংক,

সবজি খামার, ডেয়রি এবং মুরগির খামার। এটি তামিলনাড়ুর নি গিরি অঞ্চলে ১৫০ একর সবুজ জমিতে বিস্তৃত। স্পষ্টতই, এখানে আধুনিক অবকাঠামো রয়েছে যা একাডেমিক এবং বোর্ডিং প্রতিভাদের জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রদান করতে সক্ষম। এখানে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক ভবন রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক স্কুল পরিষদের সদস্য, যা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্কুল শিক্ষা প্রদানের একটি মানদণ্ড। এটি একটি খ্যাতনামা শিক্ষকবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত, যারা বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতন এবং গ্লোবাল ভিলেজে বাস করেন, যাতে তারা শিক্ষার্থীদের জন্য শেখার অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পুরোপুরি সময় দিতে পারেন।

১১। অভিযুক্ত আদেশটি ইঙ্গিত করে যে হাইকোর্ট শেষ পর্যন্ত পারিবারিক আদালতের ৩১.০৩.২০১৬ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা উভয় আপিলের সিদ্ধান্ত নেয়নি। বিষয়টি হাইকোর্টের দ্বারা মুলতুবি রাখা হয়েছে। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে শিশুটিকে স্কুলে ভর্তি করার পরে বিষয়টি আবার হাইকোর্টে জমা দেওয়া উচিত যাতে সম্মতি প্রতিবেদন দাখিল করা যায়।

১২। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, অভিভাবক ও ওয়ার্ড আইন, ১৮৯০-এর অধীনে পারিবারিক আদালতে যে আবেদনটি দায়ের করা হয়েছিল তা কেবলমাত্র এই বিষয়টির বিবেচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যে শিশু অদিতিকে একটি বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করার নির্দেশ দেওয়া উচিত কিনা। উত্তরদাতা শিশুটির হেফাজতের দাবি ছেড়ে দিয়েছেন এবং কেবল শিশুটিকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানোর জন্য তাঁর প্রার্থনাকে চাপ দিয়েছেন।

১৩, এটিও লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক যে, ঊটির বোর্ডিং স্কুলে শিশুটির সমস্ত খরচ, যা প্রতি বছর ১ লক্ষ টাকারও বেশি, সেই উত্তরদাতা বহন করছেন। স্কুলের উপরোক্ত খরচ ছাড়াও, জামশেদপুর থেকে ঊটিতে শিশুটির সঙ্গে দেখা করার সময় আবেদনকারীর ফ্লাইট চার্জ এবং থাকার খরচও উত্তরদাতা বহন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। নথির বিষয়বস্তু থেকে আমরা সন্তুষ্ট যে, উত্তরদাতার উদ্দেশ্য সবসময়ই ছিল যে শিশুটিকে নিরপেক্ষ পরিবেশে সর্বোত্তম শিক্ষা দেওয়া উচিত, যা তার ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করতে পারে। এটিও লক্ষ্য করা উচিত যে, আবেদনকারীর শুরু থেকেই বিরোধিতা করার অধিকার রয়েছে, শিশুটিকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানোর জন্য উত্তরদাতার প্রার্থনা এবং উটির স্কুলে ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা। যে পরিস্থিতিতে শিশুটি সেখানে রয়েছে, আদালতকে অতিরিক্ত সতর্কতা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে শিশুটিকে নেতিবাচক প্রভাব থেকে দূরে রাখা হয়।

১৪. যেমন উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, এমনকি পারিবারিক আদালতও শিশুটিকে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তির নির্দেশ দিয়েছে কিন্তু শিক্ষাবর্ষ ২০১৯ থেকে ২০২০।

হাই কোর্ট প্রাথমিকভাবে নির্দেশ দিয়েছিল যে শিশুটিকে জামশেদপুরের জ্যাক্রেড হার্ট কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করা হবে এবং উক্ত স্কুল থেকে একটি প্রতিবেদন পাওয়ার পরে, হাই কোর্ট অদিতিকে গুড শেফার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, উটিতে একাডেমিক সেশনের জন্য ভর্তির নির্দেশ দেয়, যে আদেশটি এই আপিলগুলিতে বিরোধিতার অধীনে রয়েছে।

১৫, যেমন উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা ১০.০৭.২০১৮ তারিখের আমাদের আদেশে উটির গুড শেফার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে আদিতির ভর্তির জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেছি। এই আপিলগুলিতে হাইকোর্টের জারি করা আদেশটি কার্যকর করা হয়েছে এবং উভয় আপিলই এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে, আমাদের অভিমত যে হাইকোর্ট পক্ষগুলির শুনানির পরে আপিলের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ২৬.০৪.২০১৮ তারিখের আদেশ কার্যকর হওয়ার পরে, আমরা এই পর্যায়ে এই আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও যৌক্তিকতা দেখছি না। পক্ষগুলির পক্ষ থেকে নিযুক্ত কৌঁসুলি বলেছিলেন যে এই আদালত নিজেই শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারে তবে পারিবারিক আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলগুলি হাইকোর্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে. এটি উপযুক্ত যে হাইকোর্টকে আপিলগুলি অভ্যন্তরীণভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।

১৬, আমরা শেষ করার আগে, আমাদের সামনে যে বিষয়গুলি উত্থাপিত হয়েছে সে সম্পর্কে কয়েকটি পর্যবেক্ষণ করা দরকার। বর্তমানটি এমন একটি মামলা, যেখানে বোর্ডিং স্কুলে শিশুটিকে শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে সীমিত সমস্যা দেখা দিয়েছে বা সন্তানের শিক্ষার বিষয়ে স্থিতাবস্থার অনুমতি দেওয়ার জন্য যখন পারিবারিক আদালত তারিখের ৩১.০৩.২০১৬ আদেশ জারি করেছিল। যখন শিশুটিকে এমন পরিবেশে যেতে হয়, যেখানে তার পিতামাতার মধ্যে বৈবাহিক মতবিরোধ থাকে যা বাবা-মা এবং শিশু সহ সকলের মানসিক শান্তিকে প্রভাবিত করে, তখন শিশুটি শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে। মা ও বাবার মধ্যে মতবিরোধের খারাপ পরিণতি শিশুটির স্বাভাবিক লালন-পালনে প্রভাব ফেলে এবং এটি সন্তানের ব্যক্তিত্ব এবং লালন-পালনের উপর একটি নেতিবাচক কারণ বিবেক সিং বনাম রোমানি সিং, (২০১৭) ৩ এসসিসি ২১১-এ এই আদালত "প্যারেন্টাল এলিয়েনেশন সিনড্রোম" শব্দটি নিয়ে আলোচনা করেছে। রায়ের নং ১৮ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিতটি দেখা গেছেঃ

১৮,..... মনোবিজ্ঞানীরা এটিকে "দ্য প্যারেন্টাল এলিয়েনেশন সিনড্রোম" হিসাবে অভিহিত করেছেন। এর কমপক্ষে দুটি মনস্তাত্ত্বিক ধ্বংসাত্মক প্রভাব রয়েছেঃ

((i) প্রথমত, এটি শিশুকে বিশ্বস্ততার এক প্রতিযোগিতার মাঝখানে রাখে, এমন একটি প্রতিযোগিতা যা কখনোই জেতা সম্ভব নয়। শিশুটিকে বলা হয় যে, তাকে একে অপরের মধ্যে পছন্দের পিতামাতার নির্বাচন করতে হবে। যে কোনও পছন্দই করা হোক,

শিশুটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুঃখিত এবং বিভ্রান্ত অনুভব করবে। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, যা শিশুটি চায় এবং যা তার প্রয়োজন, তা হলো প্রতিটি পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা, যা তাদের নিজেদের সংঘর্ষ থেকে যতটা সম্ভব স্বাধীন।

(ii) দ্বিতীয়ত, শিশুটিকে বাস্তবতার মূল্যায়নে একটি পরিবর্তন করতে বলা হয়। একটি পিতামাতাকে সম্পূর্ণরূপে সব সমস্যার জন্য দায়ী করা হয়, এবং তাকে এমন একজন হিসেবে উপস্থাপন করা হয় যার কোনো ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য নেই। এই দুটি দাবিই এক পিতামাতার বাস্তবতার বিকৃতি।

১৭. উপরের মামলায়ও বাবা এবং মায়ের মধ্যে তিক্ত লড়াই হয়েছিল। পারিবারিক আদালত হেফাজতের জন্য উত্তরদাতা-মায়ের আবেদন খারিজ করে নাবালিকাকে বাবার হেফাজতে রাখার অনুমতি দিয়েছে। আপিলের ভিত্তিতে হাইকোর্ট সন্তানের হেফাজতের অধিকার মায়ের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হাইকোর্টের আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে বাবা আপিল দায়ের করেছিলেন যার পটভূমিতে এই আদালত উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলি করেছিল। একে অপরের বিরুদ্ধে নেতিবাচক অনুভূতি সহ পিতামাতার মধ্যে মতবিরোধের কারণে সন্তানের উপর খারাপ প্রভাব স্বাভাবিক প্রভাব ফেলে, যা সন্তানের স্বাভাবিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

১৮। এটা ঠিক যে একটি শিশুর হেফাজত বা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় শিশুর কল্যাণ সর্বাগ্রে বিবেচনার বিষয়। গৌরব নাগপাল বনাম সুমেধা নাগপাল, (২০০৯) ১ এস. সি. সি ৪২ মামলায় এই আদালত শিশুদের হেফাজত এবং পরিদর্শনের অধিকারের বিষয়গুলি নির্ধারণের সময় পরামিতিগুলি বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল, এই বিষয়ে পুরো আইনটি পর্যালোচনা করা হয়েছিল। এই আদালত ইংরেজি আইন, আমেরিকান আইন, অভিভাবক ও ওয়ার্ড আইন, ১৮৯০-এর বিধিবদ্ধ বিধান এবং হিন্দু সংখ্যালঘু ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬-এর বিধানগুলি উল্লেখ করেছে, এই আদালত ৪৩,৪৪,৪৫,৪৬ এবং ৫১ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত নির্দেশ দিয়েছেঃ

৪৩. একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর হেফাজত সম্পর্কিত নীতিগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত। একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের হেফাজত কাকে দেওয়া উচিত এই প্রশ্নটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে, সর্বাধিক বিবেচনার বিষয় হল "সন্তানের কল্যাণ" এবং বর্তমানে কার্যকর কোনও সংবিধির অধীনে পিতামাতার অধিকার নয়।

৪৪, উপরোক্ত বিধিবদ্ধ বিধানগুলি বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতের আদালতে বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল। আসুন আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করি যেখানে আদালত অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের স্বার্থ এবং কল্যাণকে সর্বাগ্রে বিবেচনা করে তাদের হেফাজত প্রদান সম্পর্কিত নীতিগুলি প্রয়োগ করেছে।

৪৫.*সরস্বতী বাই শ্রিপদ ভেদ বনাম শ্রিপদ বসঞ্জি ভেদ, আইএলআর ১৯৪১ বম্বে ৪৫৫ : এআইআর ১৯৪১ বম্বে ১০৩*-এ বম্বে হাইকোর্ট বলেছিলেন;

"...এটি পিতার কল্যাণ নয়, এবং মায়ের কল্যাণও নয়, যা আদালতের জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এটি কেবলমাত্র অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর কল্যাণ, এবং শুধুমাত্র শিশুর কল্যাণই প্রধান বিবেচ্য বিষয়..."

(এখানে জোর দেওয়া হয়েছে)

৪৬.*রোসি জ্যাকব বনাম জ্যাকব এ. চক্রমাক্কল, (১৯৭৩) ১ এসসিসি ৮৪০*-এ এই আদালত বলেছিল যে, ১৮৯০ সালের আইনটির উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য শুধুমাত্র অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর শারীরিক হেফাজত নয়, বরং অভিভাবকের স্বাস্থ্য, যত্ন এবং শিক্ষা রক্ষার যথাযথ সুরক্ষা। আইন অনুযায়ী আদালতের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব হল শিশুর কল্যাণ। শিশুর কল্যাণের প্রশ্ন বিবেচনা করার সময়, অবশ্যই প্রাকৃতিক অভিভাবক হিসেবে পিতার অধিকারকে সম্মান করা উচিত, কিন্তু যদি পিতার হেফাজত শিশুর কল্যাণে সহায়ক না হয়, তবে তাকে সেই অভিভাবকত্ব অস্বীকার করা যেতে পারে।

৫১. আইনটির ১৩ ধারায় ব্যবহৃত "কল্যাণ" শব্দটি আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত এবং এর সর্বাধিক ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা উচিত। শিশুর নৈতিক এবং নৈতিক কল্যাণকেও আদালতের কাছে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত, পাশাপাশি তার শারীরিক সুস্থতাও। যদিও বিশেষ আইনগুলির বিধানগুলি যা পিতামাতা বা অভিভাবকদের অধিকার নির্ধারণ করে, তা বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে, তবে আদালতকে তার *পারেন্স প্যাট্রিয়া* (পিতার মতো শাসন ক্ষমতা) অধিকার ব্যবহার করতে বাধা দেওয়ার মতো কিছু নেই।

১৯. প্রতিটি শিশুর সঠিক স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার অধিকার রয়েছে এবং এটি পিতামাতার প্রধান কর্তব্য যে তারা নিশ্চিত করবে যে শিশুটি সঠিক শিক্ষা পাচ্ছে। আদালতগুলি তাদের *পারেন্স প্যাট্রিয়া* ক্ষমতা ব্যবহার করে এমন সূক্ষ্ম প্রশ্নগুলির সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আদালতকে শিশুর কল্যাণকে প্রধান গুরুত্ব দিয়ে অন্যান্য বিষয়গুলি, পিতামাতার অধিকার সহ, বিবেচনায় নিতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর হেফাজত সম্পর্কিত, এই আদালত *থ্রিটি হোশি ডোলিকুকা বনাম হোশিয়াম শাভাক্ষা ডোলিকুকা, (১৯৮২) ২ এসসিসি ৫৪৪* মামলায় কিছু নীতিমালা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছিল, যেখানে এই আদালত আবারও জানিয়েছিল যে, শিশুর কল্যাণ প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১৭. একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর হেফাজত সম্পর্কিত আইনি নীতিগুলি সুপরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত। এটি পরিষ্কারভাবে প্রতিষ্ঠিত যে,

যে কোনও বিষয় যা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সাথে সম্পর্কিত, তা শুধুমাত্র শিশুটির কল্যাণ এবং স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর বিষয় নিয়ে আদালত যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, তখন আদালতের একটি বিশেষ দায়িত্ব থাকে এবং আদালতের কর্তব্য হল শিশুটির কল্যাণ এবং স্বার্থের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর হেফাজতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়, আদালতকে শুধুমাত্র শিশুটির কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত হতে হবে।"

২০. উপরোক্ত মামলায়, অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েটির বিষয়টি হেফাজতের প্রসঙ্গে বিবেচনায় আসে। মা, যিনি স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন, মেয়েটিকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠাতে চেয়েছিলেন, যা পিতা বিরোধিতা করেছিলেন এবং তিনি মেয়েটির হেফাজত চেয়েছিলেন। এটি লক্ষ্য করা উচিত যে, উক্ত মামলায় মেয়েটি বোর্ডিং স্কুলে যাওয়ার বিরুদ্ধে তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এই আদালত বলেছিল যে, পিতামাতার মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক এবং এক পক্ষের দ্বারা অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে সন্তানের মন খারাপ করার প্রচেষ্টা শিশুদের উপর ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলতে পারে। অনুচ্ছেদ নং ৩২ থেকে ৩৫ পর্যন্ত নিম্নলিখিতভাবে বলা হয়েছে:

"৩২. মেয়েটির ওপর পিতামাতার তিক্ত সম্পর্ক এবং পিতার মেয়েকে তার মায়ের বিরুদ্ধে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টার প্রভাব ছিল বিপর্যয়কর। বুদ্ধিমান এবং সোজা মেয়ে, যারা তার পিতামাতার মধ্যে বিরোধ দেখে মনঃকষ্ট পাচ্ছিল এবং যার দু'জনের সঙ্গেই গভীর সম্পর্ক ছিল, সে ছিল মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার কাছাকাছি, যেমনটি ১৯৭৯ সালের ২৮ জুন লেনটিন, জে. তার আদেশে উল্লেখ করেছিলেন এবং ১৯৮১ সালের ৩১ জুলাই ডিভিশন বেঞ্চ তার রায়ে উল্লেখ করেছেন। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন আদেশ, যা আমরা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি, তা স্পষ্টভাবে দেখায় যে, মেয়েটি তার পিতামাতার মধ্যে তিক্ত বিরোধের কারণে বড় মানসিক চাপ এবং যন্ত্রণা ভোগ করেছে। এই দুই বছরের মধ্যে, মেয়েটি গৃহের প্রভাবের অধীনে ছিল, কারণ সে তার বিবাদী পিতামাতার সাথে হাই কোর্টের বিভিন্ন আদেশের আওতায় ছিল। মেয়েটি সময়ে সময়ে আদালতে হাজির হতে বাধ্য হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করে যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর উপর গৃহের প্রভাব এতটাই নেতিবাচক ছিল যে, এক সময়ের উজ্জ্বল, সুখী এবং বুদ্ধিমান শিশু একেবারে দুঃখী অবস্থায় পরিণত হয়েছিল এবং মানসিক চাপের কারণে সে প্রায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। যখন একটি বাড়ির পরিবেশ এমন তিক্ত মতবিরোধের ফলে বিষাক্ত হয়ে ওঠে এবং শিশুটির উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে,

যে শিশুটি তার পিতামাতার মধ্যে তীব্র বিরোধের কারণে দুঃখী হয় এবং যাকে এই ধরনের ভাঙা ঘরে, প্রতিনিয়ত মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে হয়, যেখানে তার দুজনের জন্য গভীর প্রেম আছে, তখন শিশুর স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যকর বিকাশ অবশ্যই গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শিশুটির কল্যাণ এবং স্বার্থের জন্য, এমন একটি পরিস্থিতি থেকে তাকে সরিয়ে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে মেয়েটির মস্তিষ্কে পিতামাতার তিক্ত সম্পর্কের প্রভাব পড়ে। এমন ক্ষেত্রে, শিশুর স্বার্থ এবং কল্যাণ সুরক্ষিত রাখতে এবং তাকে এই তিক্ত পরিবেশ থেকে মুক্ত করতে সেরা উপায় হবে শিশুটিকে এমন একটি স্থানে রাখা, যেখানে তার পিতামাতার মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক তার কোমল মনকে প্রভাবিত করবে না।"**

৩৩. বর্তমান মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে শিশুর কল্যাণ ও স্বার্থ রক্ষা করার সর্বোত্তম উপায় হ 'ল শিশুটিকে বাড়ির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে সরিয়ে দেওয়া, যা তার স্নায়ুর উপর খুব চাপ সৃষ্টি করেছে এবং অবশ্যই তার স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেছে, এমন একটি জায়গায় যেখানে সে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে পারে এবং যথাযথ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধির একটি ভাল সুযোগ পাবে। আমরা সন্তুষ্টির সাথে লক্ষ্য করি যে আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছি তা সমাজ কল্যাণ বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত। সমাজ কল্যাণ বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদন, যদিও আদালতের উপর বাধ্যতামূলক নয়, তা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার অধিকারী। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, বিশেষজ্ঞ পুরো বিষয়টি খুব যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করেছেন এবং একটি যুক্তিসঙ্গত প্রতিবেদন দিয়েছেন।

৩৪, বম্বে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের আদেশ অনুসারে মা শিশুটিকে পঞ্চগানির কিম্মিনস বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করান। এই আপিলের স্থগিতাদেশের আবেদনে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে শিশুটিকে উক্ত বোর্ডিং প্রতিষ্ঠানে তার অবস্থান অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শুনানি শেষে আমাদের দ্বারা গৃহীত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম যে শিশুটিকে বোর্ডিং স্কুলে তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে।

৩৫। এই মামলার সমস্ত ঘটনা এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং শিশুর কল্যাণের সর্বোচ্চ গুরুত্ব মাথায় রেখে, আমরা এই মত পোষণ করি যে, শিশুর স্বার্থ এবং কল্যাণ সেরা ভাবে নিশ্চিত হবে যদি তাকে গৃহ জীবনের প্রভাব থেকে মুক্ত করা হয় এবং তাকে বোর্ডিং স্কুলে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এটি অস্বীকারযোগ্য যে, পঞ্চগণির কিমিনস বোর্ডিং স্কুল, যেখানে শিশুটিকে ভর্তি করা হয়েছে, একটি ভালো প্রতিষ্ঠান।

২১. উপরোক্ত মামলায়, শিশুটিকে বোর্ডিং স্কুলে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। আমরা এই আদালতের আরও একটি সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করছি, নূতন গৌতম বনাম প্রকাশ গৌতম, (২০১৯) ৪ এসসিসি ৭৩৪, যা একটি মামলা ছিল যেখানে মায়ের পক্ষ থেকে একটি আপিল দায়ের করা হয়েছিল। মামলাটি ছিল, যেখানে স্বামীর পক্ষ থেকে একপাক্ষিকভাবে তালাকের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং ট্রায়াল কোর্ট পুত্র, অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেটিকে নিউ দিল্লির একটি বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করার নির্দেশ দিয়েছিল। ট্রায়াল কোর্টের একপাক্ষিক আদেশটি মাকে চ্যালেঞ্জ করতে হাইকোর্টে পেশ করা হয়েছিল, যা হাইকোর্টে বিচারাধীন ছিল। হাইকোর্ট এককালীন আদেশে পিতাকে ছেলেটিকে বোর্ডিং স্কুলে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। এই অন্তর্বর্তী আদেশটি এই আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। এই আদালত ছেলেটির সাথে আলোচনা করে এবং মামলার বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, শিশুটিকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানো উচিত নয়। আদালত শিশুটিকে তার পূর্বের স্কুল, গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, শাহজাহানপুর-এ পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে, যা শিশুটির স্বার্থে ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রে যখন শিশুর হেফাজত এবং শিক্ষার বিষয়টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন এটি প্রতিটি মামলার বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। কোনো কঠোর এবং নির্দিষ্ট সূত্র নেই যা প্রতিটি মামলায় প্রয়োগ করা যায়। প্রতিটি মামলা তার নিজস্ব বাস্তবতা অনুসারে পরীক্ষা করা উচিত। আমরা আবার থ্রি তি হোশি ডোলিকুকা (উপরোক্ত) রায়ের উল্লেখ করতে পারি, যেখানে আদালত লক্ষ্য করেছিল যে শিশুটি বোর্ডিং স্কুলে যাওয়ার বিরুদ্ধে তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এই আদালত উক্ত মামলায় মত প্রকাশ করেছে যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুটি যথার্থভাবে তার পছন্দের সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম, যা তার কল্যাণের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ নং ২৬-এ নিম্নলিখিতভাবে বলা হয়েছে:

"২৬. এই মামলার পরিস্থিতি বিবেচনা করে, আমরা তবে, অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েটির সাথে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী নই, কারণ আমরা সন্তুষ্ট যে, মেয়েটি তার কল্যাণের জন্য যেটি উপকারী হবে, তা নির্ধারণে একটি বুদ্ধিমান পছন্দ গঠনের জন্য প্রস্তুত নয়। আমরা আগে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি যে, বোম্বাই হাইকোর্টের বিভিন্ন বিচারকরা মেয়েটির সাক্ষাৎ গ্রহণের পরে তাদের অভিমত রেকর্ড করেছেন এবং সেই অভিমতগুলির মধ্যে, মেয়েটি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এছাড়াও, সমাজকল্যাণ বিশেষজ্ঞের নথি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই সাক্ষাৎকারগুলি কোমল মেয়েটির মনকে বিষণ্ন করে তুলেছে

এবং তাকে অনেক মানসিক চাপ এবং অবসাদ সৃষ্টি করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধের কারণে, যে শিশুটি দুজনকেই ভালোবাসে, তাকে আদালত থেকে আদালতে টানা হচ্ছে, আমরা বুঝতে পারি যে, এই মেয়েটির কোমল মন দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রভাবিত হবে। যদিও মেয়েটি বেশ উজ্জ্বল এবং বুদ্ধিমান, যেমন বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারকরা তার সাক্ষাৎকারের সময় উল্লেখ করেছেন, তবে সে একটি খুব সূক্ষ্ম এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে অবস্থান করছে কারণ তার পিতামাতার মধ্যে সম্পর্কের কারণে এবং উভয়ের জন্যই তার প্রচুর ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও, সে কোনো বুদ্ধিমান পছন্দ তৈরি করতে সক্ষম নয়, যা তার কল্যাণ এবং স্বার্থের জন্য উপকারী হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পরিপক্ক চিন্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো শিশু, যে এমন একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে রয়েছে, সে কখনই একটি বুদ্ধিমান পছন্দ তৈরি করতে সক্ষম হবে না যা আদালতের বিবেচনায় নেওয়া উচিত, যাতে শিশুটির কল্যাণের জন্য সঠিক পথে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। মেয়েটি পঞ্চগণি থেকে তার মাকে যে চিঠি পাঠিয়েছে এবং তার বাবা-মায়ের বোনকে যে চিঠি পাঠিয়েছে, তা আরও প্রমাণ করে যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েটি নিজের মন ভালোভাবে বুঝতে পারে না এবং কোনো স্থির ইচ্ছা তৈরি করতে পারে না। আমরা মনে করি, এই মামলায় অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েটিকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা কেবল কোনও কার্যকর উদ্দেশ্য পূরণ করবে না, বরং তার মনকে আরও বিষণ্ন এবং হতাশ করে তুলবে।"

২২। অতএব, আমরা মনে করি যে, শিশুর স্বার্থ কী, তা প্রতিটি মামলার পরিস্থিতি এবং প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে এবং কোনো কঠোর সূত্র বা নিয়ম মেনে নয়, বরং তার নিজস্ব merit অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হাইকোর্টে আপিলগুলি বিচারাধীন থাকায়, আমরা মনে করি যে, হাইকোর্ট চূড়ান্তভাবে আপিলগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, শিশুর গুড শেফার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল উটি থেকে প্রাপ্ত অগ্রগতি নথি সহ, পক্ষগুলির দ্বারা আদালতে উপস্থাপিত পরবর্তী সকল উপকরণ বিবেচনায় নেবে। আইনজীবীরা শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু চিকিৎসাগত সমস্যা উত্থাপন করেছেন। এটি হাইকোর্টের জন্য উন্মুক্ত থাকবে যে, তারা এই বিষয়গুলোর উপর সিদ্ধান্ত নেবে এবং প্রয়োজনে যে কোনো প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নথি সংগ্রহ করবে। শিশুর সাথে যোগাযোগের বিষয়ে, হাইকোর্ট ইতোমধ্যেই আপিল শুনানির সময় বহুবার শিশুটির সাথে সাক্ষাৎ করেছে এবং এটি হাইকোর্টের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় যে তারা শিশুর সাথে আরও সাক্ষাৎ করবে কি না।

২৩. শিশু কল্যাণ কমিটি, ঝাড়খন্ড এবং গুড শেফার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল উটি থেকে ২৯.০১.২০১৯ এবং ০২.০২.২০১৯ তারিখে প্রাপ্ত নথি গুলি এই আদালতে গোপন কভারে সংরক্ষিত অবস্থায় হাইকোর্টে পাঠানো হবে যাতে তা মুলতুবি থাকা প্রথম আপিলগুলিতে বিবেচিত হয়। ০১.০৭.২০১৯ তারিখে আমরা শুনানি শেষ করার পর, গুড শেফার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল উটি থেকে ০৮.০৭.২০১৯ তারিখে আরও একটি নথি গোপন কভারে প্রাপ্ত হয়েছে, যা খোলা হয়নি। উপরোক্ত সকল নথি গোপন কভারে একটি বিশেষ বার্তার মাধ্যমে ঝাড়খন্ড হাইকোর্টে পাঠানো হবে যাতে তা বিচারাধীন প্রথম আপিলগুলিতে বিবেচিত হয়।

২৪. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা মনে করি না যে, হাইকোর্টের রায়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। হাইকোর্টকে প্রথম আপিল নং ৫৯ (২০১৬) এবং প্রথম আপিল নং ৬৮ (২০১৬) শুনানি করার পর, উপরে উল্লিখিত মন্তব্যগুলি মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ জানানো হয়। আপিলগুলি এইভাবে নিষ্পত্তি করা হলো।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen